সমাজের পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত অবহেলিত মানুষের পাশে দাঁড়াবার অঙ্গীকার নিয়ে **"খোলো আঁখি"** র পথ চলা শুরু ২০০৯ সালে, **শিক্ষা ও নারীর স্ব-রোজগার** এই দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে।

প্রকল্প-সহজপাঠ: প্রান্তিক পরিবারের পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক, খাতা এবং অন্যান্য শিক্ষাসামগ্রী দেওয়ার পাশা-পাশি উন্নত মানের পঠন-পাঠনের অনুশীলন করার ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে আমাদের প্রকল্প **সহজ পাঠ**। স্কুলের সময়ের বাইরে "খোলো আঁখি" নিয়োজিত শিক্ষক-শিক্ষিকারা এদের পড়ান। এই ভাবে শিক্ষার অঙ্গনে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করার প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। এদের জন্য সুস্থ সুন্দর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলারও প্রয়াসও চলছে।

নদীয়া জেলার কল্যাণীর কাছের দুটি গ্রামে ২০০৯-১০ থেকে২০১২-১৩ শিক্ষা বর্ষ গুলিতে এই প্রকল্পের সাহায্য পেয়েছে **১২০র বেশি শিক্ষার্থী বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষা সহায়তার মাধ্যমে**। ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর অনেকে পড়ুয়া আমাদের অবৈতনিক শিক্ষা কেন্দ্রে উন্নত মানের সহায়তা পেয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার স্বপ্নকে সফল করতে পেরেছে।

পরবর্তী সময়ে ২০১১ ও ২০১২ শিক্ষা বর্ষে **কলকাতার রামমোহন বিদ্যামন্দির ফর গার্লস হাই স্কুলে**র ৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পিছিয়ে পড়া **প্রায় ৬০ জন ছাত্রী** এই প্রকল্পের সহায়তা পেয়েছে। ক্লাশ শুরুর আগে তাদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল।

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা মনে করি শিক্ষণ সহায়তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন প্রাথমিক স্তরে যেখানে তৈরি হয় শিক্ষা ও চরিত্রের ভিত্তি। বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে জানা যায়, ছেলে মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বাড়লেও শিক্ষার গুনগত মান সঠিক না হওয়ার কারণে শিশুরা শ্রেণী অনুযায়ী শিক্ষা লাভ করতে পারেনা, পরবর্তী সময়ে স্কুল-ছুটের হার বেড়ে চলে। তাই প্রথম প্রজন্মের প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ২০১২ সাল থেকে ২০১৬ পর্যন্ত আমরা কাজ করি **বিধান নগর পুর সভার** ৩৫নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত বাইপাস সংলগ্ন **চিংড়িহাটা অঞ্চলে বাসন্তী দেবী কলোনী**তে। **প্রাথমিক স্তরের (১ম-৪র্থ) শিক্ষার্থীদের নিয়ে সম্পূর্ণ বিনা বেতনে শিক্ষণ সহায়তা ছাড়াও অঙ্কন, গান এবং আবৃত্তিও শেখান হত**। টিফিনের ব্যবস্থাও ছিল। ৫ বছরে এই প্রকল্পের আওতায় আসে **২০০র বেশি ছাত্রছাত্রী**। এই সময়ের মধ্যে আমরা প্রাথমিক স্তরের শিশুদের ভিত তৈরি করতে পেরেছি যাতে তারা পরবর্তী সময়ে শিক্ষার মূল স্রোতে যোগ দিতে পেরেছে যা ছিল আমাদের লক্ষ্য।

২০১৭ সাল থেকে একই উদ্দেশ্যে **যশোর রোড সংলগ্ন গ্রীন পার্ক, সারদা পল্লী** অঞ্চলে আরম্ভ হয়েছে আমাদের নতুন শিক্ষণ সহায়তা কেন্দ্র **সারদা বিদ্যাপীঠে**, ক্যাথেড্রাল রিলীফ সোসাইটির সহযোগিতায়। নিকটবর্তী নিবেদিতা পল্লী ও বেদিয়া পাড়া কলোনিতে বসবাসকারী বিভিন্ন স্কুলে পাঠরত **প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৪র্থ শ্রেণীর ৩০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে সম্পূর্ণ বিনা বেতনে প্রতিদিন বিকেল ৫টা থেকে ৭টা চলে এই কেন্দ্র**। সপ্তাহে একদিন অঙ্কন, আবৃত্তি, গল্প বলা, ইংরাজি কথোপকথন ইত্যাদির মাধ্যমে এদের কোমল মন গুলিকে নানা ভাবে বিকশিত করার চেষ্টা করা হয়। রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ব বিদ্যালয়ের নাটক বিভাগ তাদের 'উন্নয়নের জন্যে নাটক' প্রকল্পে আমাদের শিশুদের নিয়ে কাজ করছে ভালবেসে। অধিকাংশই অপুষ্টির শিকার এইসব শিশুদের জন্য প্রতিদিন পুষ্টিকর টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। **প্রতি বছর দুর্গা পূজায় সহজ পাঠের পড়ুয়াদের নতুন জামা দেওয়া হয়**। ২০১৭ সাল থেকে এপর্যন্ত প্রায় ১০০ জন এই প্রকল্প থেকে উপকৃত হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের পরিবারের ও অঞ্চলের মানুষদের জন্য স্বাস্থ্য শিবির করা হয়। চক্ষু পরীক্ষা শিবির ও ছানি অপারেশন, চশমা করিয়ে দেওয়া ইত্যাদি সহ চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয় সুশ্রুত আই ফাউনডেশনের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে।

এ ছাড়া **পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা, হাওড়া, বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরুলিয়া, বীরভুম জেলা গুলিতে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ১১জন, স্নাতক স্তরের ৬ জন, ১জন ইঞ্জিনিয়ারিং ও ১জন ডাক্তারি সহ মোট ১৯ জন শিক্ষার্থীকে আমরা প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দিচ্ছি নিয়মিত ভাবে আমাদের বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষীদের সাহায্যে।**

প্রকল্প-সুচারু: প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের সূচী শিল্পের প্রশিক্ষণ দিয়ে শাড়ি, ব্লাউজ, কুর্তি, পাঞ্জাবি, ব্যাগ, গৃহ সজ্জার সামগ্রী ইত্যাদি তৈরি করান হয়। সেগুলি বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত ও সমাদৃত হচ্ছে। এ পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় এসেছেন শতাধিক মহিলা। নিজস্ব আয় ও তার ওপর অধিকার তাদের মধ্যে আত্ম বিশ্বাস এনে দেয়।

প্রকল্প-আলোর পথে: মায়েরা শিক্ষার আলো পেলে তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করে তোলার চেতনা ও আগ্রহ আরও বাড়বে। এই ভাবনার রূপায়ন আলোর পথে। সহজ পাঠ এর ছেলে-মেয়েদের অভিভাবিকা ও তার সঙ্গে অন্যান্য আগ্রহী বিশেষত স্কুল-ছুট মেয়েদের প্রশিক্ষিত শিক্ষিকার সহায়তায় এবং সব রকম শিক্ষণ সামগ্রী দিয়ে সম্পূর্ণ বিনা খরচে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল চিংড়িঘাটাতে সাফল্যের সাথে ।

প্রকল্প-পরস্পর: আপনাদের অব্যবহৃত/ব্যবহৃত অথচ পরিধান যোগ্য এবং পরিচ্ছন্ন বাড়তি পোশাক গুলি আমাদের দপ্তরে দেবার জন্য অনুরোধ জানাই। সেগুলি আমরা নারী-পুরুষ ও বয়স অনুযায়ী ভাগ করে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করি এমন অগণিত মানুষের কাছে, একটির বেশি পোশাক থাকা যাদের বিলাসিতা মাত্র । এ কাজ আমরা করি নিজস্ব উদ্যোগে বা কোন সংস্থার সঙ্গে যৌথ ভাবে। ইতিমধ্যে আপনাদেরই জন্য আমরা কায়েক হাজার জামা কাপড় দিতে পেরেছি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মেদিনিপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম, কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে ও সংস্থায়।

অন্যান্য: থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ১০বছরের একটি শিশু কন্যার **অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন** ও আনুষঙ্গিক চিকিৎসার জন্য সদস্য ও শুভার্থীদের অর্থানুকূল্যে খোলো আঁখির পক্ষ থেকে দেওয়া হয় ৩ লাখ টাকা। রক্ত ও প্লেটলেট সংগ্রহেও সাহায্য করা হয়েছে। উদ্বিগ্ন মা-বাবার পাশে থেকে আমরা তাদের

যথাসাধ্য মানসিক সাহচর্য দিয়েছি। প্রতিস্থাপন সফল হয়েছে। আমরা তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি ।

পুরুলিয়া:পুরুলিয়ার ছোট বলরামপুরে **নব কুষ্ঠ নিবাস**টি ভারতবর্ষের প্রথম কুষ্ঠ রোগীদের আশ্রয়স্থল। কঠিন রোগ থেকে মুক্ত হয়েও সমাজে পরিবারে স্থান নেই কিন্তু অপরিসীম মানসিক শক্তি এঁদের বেঁচে থাকার রসদ। আমরা গেলে একান্ত আপনজনের মত কাছে টেনে নেন। সামান্য উপহারে সীমাহীন আনন্দ। এখানে মোট আবাসিক আছেন ৩৫ জন। তাঁদের নতুন মশারি ও কম্বল, নতুন ও পুরনো অথচ ব্যবহারযোগ্য জামা কাপড় আমরা দিয়ে থাকি। ওই নিবাসের মহিলা আবাসিকরা সসংকোচে জানান যে শৌচালয়ের অভাবে তাঁরা খুব কষ্টে দিন কাটান। সে কথা আমাদেরও লজ্জা দেয়। **২০১৮ সালে দরজা, আলো ও জলের সুবিধাসহ তিনটি শৌচালয় ও একটি স্নানাগার** তৈরি করে দিয়ে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

ব্রিটিশ আমলে **শবর** উপজাতির মানুষরা অপরাধী গোষ্ঠী হিসেবেই চিহ্নিত ছিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষে অপরাধীর তকমা দূর হলেও তারা আজও অনেকটাই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। **পুরুলিয়ার** প্রত্যন্ত গ্রাম **মালদির** এক ধারে রুক্ষ শুষ্ক শবর পাড়া। দরজা বিহীন বাড়ি আর দূরে দূরে এজমালি উনুন এখানকার বৈশিষ্ট্য। নির্দিষ্ট কোন জীবিকা নেই, নেই অন্ন বস্ত্রের সঠিক সংস্থানও। **অভাব-অশিক্ষা আর খিদের বিকল্প নেশার শিকার এরা।** এই সরল মানুষগুলোর টানে প্রতি বছর চলে যাই সেখানে। নতুন/ পুরনো জামা-কাপড়, কম্বল আর সোয়েটার হাসি ফুটিয়ে তোলে ওদের মলিন মুখগুলিতে।

বাংলার প্রাচীন **লোকশিল্প ঝুমুর** আজ অবলুপ্তির পথে। দারিদ্র ও বঞ্চনাকে উপেক্ষা করে যে মুষ্টিমেয় কজন নাচনী আজও ঝুমুর কে অবলম্বন করে বেঁচে আছেন **পোস্ত বালা দেবী** তাঁদের অন্যতম। লোক সংস্কৃতির এই ধারাকে তিনি আজও বহন করে চলেছেন এবং সংগঠিত ভাবে শিল্পটিকে ও শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন । তাঁর এই কাজকে স্বীকৃতি দিয়ে খোলো আঁখির পক্ষ থেকে তাঁকে **সম্বর্ধনা জানান হয়** তাঁর পুরুলিয়ার বাস ভবনে।

শ্রী মৃগেন্দ্র মোহন গুহ, যাঁর কর্ম ধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে খোলো আঁখির আত্ম প্রকাশ, তাঁর জন্মদিন ১লা মার্চ। প্রতি বছর এই দিনটি আমরা পালন করি বিশেষ কোন কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের আর্ত, নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে। কখন দিনটি কাটাই মানসিক ভাবে অন্য রকম কিছু মানুষের সাথে অথবা দুঃস্থ রোগীদের সঙ্গে, কোন বৃদ্ধাশ্রমে অথবা সেই সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা জীবনে এগিয়ে চলার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। বিগত ১০ বছরে আমরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি --- **বোধি পীঠ, ঋষি জগদীশ বিদ্যালয়, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ, ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ, সুলতানপুর সংগতি সমিতি বৃদ্ধাশ্রম, অন্ত্যদয় অনাথাশ্রম, বারুইপুর সীতা কুণ্ড স্নেহ কুঞ্জ আশ্রম এবং বিবেকানন্দ সেবাব্রত সংঘের দিকে।**

সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলার পথে সদস্য ও বন্ধুদের শুভেচ্ছাই খোলো আঁখির চালিকা শক্তি।

সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

<u>"খোলো আঁখি" কে দেওয়া যে কোন অনুদান আয়কর বিধির ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়কর মুক্ত।</u>

প্রকাশিতঃ মার্চ ২০২০

Contact :

"KHOLO AANKHI"

208, Kendua Main Road,

Baishnab Ghata, Patuli,

Kolkata- 700 094

Ph. : +91 98362 79512

E-Mail: kholoaankhi@gmail.com

Web: www.kholoaankhi.org

খোলো আঁখি

একটি উন্নয়নমূলক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

KHOLO AANKHI

(Open Your Eyes)